দৈনিক খবর '৮৯

13 SEP 1989
7 1

ডঃ নাজমা জেসমিন চৌধুরীর ইন্তেকাল

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

বিশিষ্ট গবেষক, প্রবন্ধকার, উপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার ডঃ নাজমা জেসমিন চৌধুরী গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহে ...... রাজেউন)।

৩-এর পাতায় দেখুন

ডঃ নাজমা জেসমিন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউটের বাংলা ভাষার প্রভাষিকা ডঃ নাজমা জেসমিন কয়েক মাস যাবত ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং দু'সপ্তাহ আগে যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা শেষে তিনি দেশে ফেরেন। তার বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর ৯ মাস। আজ বুধবার বাদ জোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে মরহুমের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর স্ত্রী ডঃ নাজমা দু'কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, ছাত্র-ছাত্রী ও অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি ১৯৪০ সালের পয়লা ডিসেম্বর কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা।

তিনি রাজশাহী পি এন গার্লস স্কুল থেকে ১৯৫৫ সালে প্রবেশিকা, ১৯৫৭ সালে রাজশাহী সরকারী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট, ঢাকা সেন্ট্রাল উইমেন্ট কলেজ থেকে ইংরেজী সাহিত্যসহ বি এ পাস করেন। ১৯৬১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম এ এবং বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি শীর্ষক অভিসন্দর্ভ লিখে ১৯৭৯ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ঢাকা সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজে ১৯৬১ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করার পর বাংলা একাডেমী গবেষণা বৃত্তি লাভ করে বাংলা একাডেমীতে গবেষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষিকা হিসেবে যোগ দেন ১৯৮৪ সালে।

ডঃ নাজমা চৌধুরীর অভিসন্দর্ভ বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত হলে জনপ্রিয় গ্রন্থে তালিকাভুক্ত হয়। একাডেমী থেকে সাহিত্যের সামাজিকতা শীর্ষক একটি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলঃ উপন্যাস- 'ঘরের ছায়া', 'সামনে সময়', 'শেষ ঠিকানা', 'লোকে বলে', 'আমার খোকা যায়', প্রভৃতি। ছোটগল্পগ্রন্থ- 'অন্যনংক', 'মেঘকেটে গেলে', নাটক- 'অন্যরকম অভিযান', 'ওরা থাকে ওধারে', 'ঘুম নেই', 'যেমন খুশী সাজো', প্রভৃতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকাসহ তিনি বিভিন্ন গবেষণা প্রত্রিকায় এবং বিচিত্রা, দৈনিক বাংলা, কিশোর বাংলা, সংবাদ, পটভূমি, উত্তরাধিকার, বইয়ের খবর, প্রতিরোধ প্রভৃতি পত্রিকায় অসংখ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও নিবন্ধ রচনা করেন। কথা সাহিত্য, রাজনীতি, আধুনিক উপন্যাস, মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য, বাংলাদেশের সাহিত্য প্রভৃতি তার বিশেষ কৌতুহল ও গবেষণার বিষয় ছিল।

ডঃ নাজমা জেসমিন চৌধুরী ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশন আয়োজিত নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। তার পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক 'ছাড়পত্র' এবং 'খেলা', 'পালা বদলের পালা', 'প্রথম অঙ্গীকার', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'এপার ওপার', প্রভৃতি নাটক টেলিভিশনে প্রদর্শিত হয়। রেডিও বাংলাদেশে প্রচারিত হয় তার 'শেষ পরিচয়', 'হিংসুটে দৈত্য', 'সাগর থেকে ফেরা', 'এই দিন চিরদিন', প্রভৃতিনাটক।

বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্যে ১৯৭৯ সালে তিনি বাংলা একডেমী ও বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কর্তৃক বিশেষভাবে সংবর্ধিত হন। উচ্চমানের প্রবন্ধ ও সৃষ্টিধর্মী রচনার জন্যে তিনি বিশিষ্ট গবেষক ও সাহিত্যিক হিসেবে উভয়বঙ্গে নন্দিত হন।

তিনি ঢাকা লিটল থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা থিয়েটারের ব্যবস্থাপনা সদস্য, বাংলাদেশ লেখক শিবিরের নাট্য বিভাগের সম্পাদক ও বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং টেলিভিশন ও রেডিওর অসংখ্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ও অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী হিসেবে অংশ নেনে। তার সম্পাদিত শহীদ মোহাম্মদ মোর্তজা রচনাবলী বাংলা একডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে এবং অনেকগুলো প্রবন্ধ গ্রন্থ উপন্যাস ও নাটক যন্ত্রস্ত রয়েছে।